দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ শনিবার
২১ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
৪ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অটিজম মোকাবেলায় বাংলাদেশ

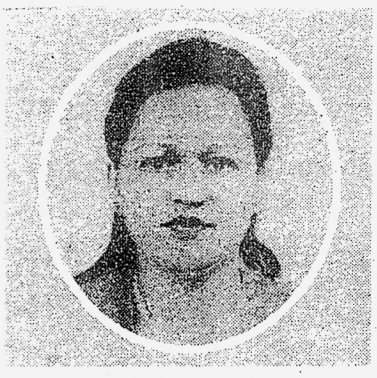

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

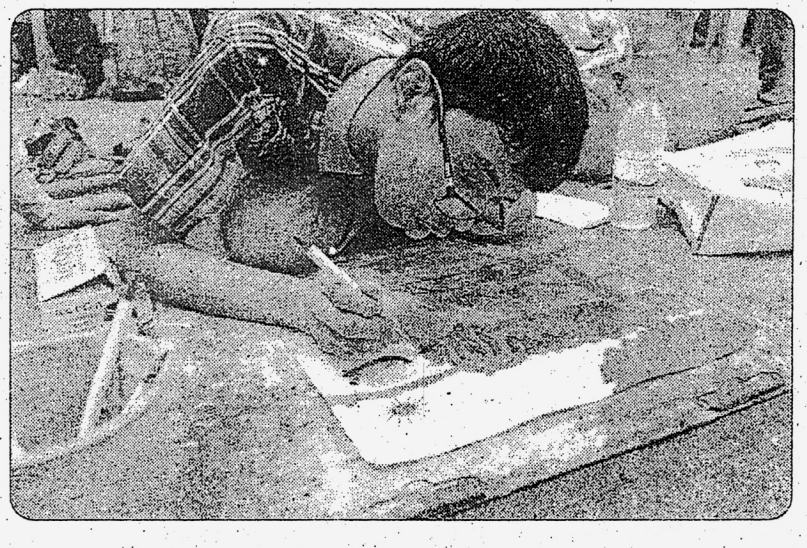

দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে ২৪ লাখ প্রতিবন্ধী সেবা গ্রহণ করছে। ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৫টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সমস্যাজনিত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে

'সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার : অটিজমসম্পন্ন ব্যক্তির অধিকার' -এই প্রতিপাদ্য ধারণ করে গত ২ এপ্রিল ২০১৯-এ দ্বাদশ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হলো বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে। অটিজমের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে ২০০৮ সালে ২ এপ্রিলকে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' ঘোষণা করা হয়। পরের বছর থেকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। দেশজুড়ে এ দিবসটিতে একাধিক কর্মসূচী পালিত হয়। সেসব কর্মসূচীতে অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে বাবা-মায়েদের যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে– যা কয়েক বছর আগেও দেখা যেত না। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি মানবিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায় এনে বর্তমান সরকার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে যা অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পরিবার তথা সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য স্বস্তিদায়ক।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় জানা যায়, অটিজম কোন বংশগত বা মানসিক রোগ নয়, এটা স্নায়ুগত বা মানসিক সমস্যা। এ সমস্যাকে ইংরেজীতে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বলে। অটিজমকে সাধারণভাবে শিশুর মনোবিকাশগত জটিলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অটিজমের লক্ষণগুলো একদম শৈশব থেকেই, সাধারণত তিন বছর থেকে প্রকাশ পেতে থাকে বলে চিকিৎসাবিজ্ঞান মনে করে। বাংলাদেশে একসময় অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যদের চরম আক্ষেপ লক্ষ্য করা গেছে। অটিজমকে পাপ বা অভিশাপ হিসেবে অ্যাখ্যা দেয়া হতো। ভাবা হতো, অটিস্টিক শিশুরা সমাজের বোঝা। পরিবারের কাছেও তারা ছিল অবহেলিত। পরিবারের সদস্যরা অটিস্টিক শিশুদের সমাজ থেকে লুকিয়ে বা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখত। কিছুদিন আগেও অটিস্টিক শিশুদের সুষ্ঠু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ছিল না যথাযথ পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা। এই শিশুদের জন্য বর্তমান সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা বিরল। অটিস্টিক শিশুদের বিকাশের বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার দক্ষ-অভিজ্ঞ প্রশিক্ষিতদের মাধ্যমে অটিস্টিকদের তত্ত্বাবধান, বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচীর ব্যবস্থা, প্রত্যেক শিশুর বিশেষ চাহিদা পূরণ, বিকলাঙ্গ শিশুদের আর্থিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং মানসিক ও শারীরিক উভয় ধরনের অটিস্টিক শিশুদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করার কাজটি গুরুত্ব দিয়ে করছে।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ১৯৯৯ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরে জেপিইউএফ-এ পরিণত হয়। অটিজমসহ এনডিডি (নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার) আক্রান্তদের চিকিৎসাসহ যাবতীয় অধিকারের সুরক্ষা আইনের আওতায় আনতে ২০১৩ সালে 'ডিজএবিলিটি ওয়েলফেয়ার এ্যাক্ট' ও 'দ্য ন্যাশনাল নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার প্রটেকশন ট্রাস্ট এ্যাক্ট' করা হয়। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সিলিং ও অন্যান্য সেবা এবং সহায়ক উপকরণ দেয়া হয়েছে।

দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে ২৪ লাখ প্রতিবন্ধী সেবা গ্রহণ করছে। ঢাকা শিশু হাসপাতালসহ ১৫টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল সমস্যাজনিত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে অটিজম আক্রান্তদের শনাক্ত করে তাদের কাউন্সিলিং ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার এ্যান্ড অটিজম'-এর মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর ও আইসিডিডিআরবির মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের প্রাথমিক পরিচর্যাকারী হিসেবে মায়েদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করার জন্য বিশেষজ্ঞ গ্রুপের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের উপযোগী করে স্ক্রিনিং টুলস প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অটিজম আক্রান্তদের স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষায় নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন ও সেখানে তিন হাজার একশ' কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরকার পরিবর্তন হলেও সেবামূলক এই কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়, সে বিষয়টি মাথায় রেখেই শেখ হাসিনা এই ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বিশেষ সফটওয়্যার' তৈরি করে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়ার ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। এছাড়াও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন প্রত্যেক শিশুকে শিগগিরই 'প্রিভিলেজ কার্ড' দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। চিকিৎসা, কেনাকাটা, শিক্ষা, গাড়ি পার্কিংসহ সবক্ষেত্রে তারা বিশেষ সুবিধা পাবেন। এসব পদক্ষেপ থেকে এটা স্পষ্টভাবেই বলা যায়, প্রতিবন্ধীদের প্রতিপালনে রাষ্ট্রের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করছে সরকার। আর অব্যাহতভাবে এই কার্যক্রম পালন করা এবং এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ কল্যাণকর রাষ্ট্রের অন্যতম স্থানে রয়েছে, যা প্রতিটি বাঙালীর গর্ব।

লেখক : উপ-উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি